

আল কুরআন

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি

তারপর যদি তারা স্বীকার না করে, তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা তো অনুগত।

সূরা আল ইমরান ৬৪

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

নতুন আঙ্গিকে, অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে

বিশ্বমানের সিস্টেম

গ্রাফিক্স ড্রাইভেন্ট

ইন্টারেক্টিভ মাল্টিমিডিয়া

কীর্তনখোলা ডেস্ক

কয়েক দিন ধরে সারা দেশে লোডশেডিংয়ে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে ২ এর পাতায় দেখুন

সেবা : ০২৯১০০৬৬৬৪৫, ০২৭১১০২৭৭০৪

বরিশাল ৥ সোমবার ৥ ১৭ আগস্ট ২০২৬ ৥ ০৩ রবিঃ আউঃ ১৪৪৮ ৥ ০৩ ভদ্র ১৪৩৩ ৥ ৯ম বর্ষ ৥ ৭৪ সংখ্যা ৥ ৪ পৃষ্ঠা ৥ ৫ টাকা

দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনই সরকারের লক্ষ্য: প্রধানমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করতে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ২ এর পাতায় দেখুন

সমন যথাযথ হলে একতরফা ডিক্রি বাতিলের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়: হাইকোর্টের রায়

কীর্তনখোলা ডেস্ক

মামলার সমন বিবাদীর সঠিক ঠিকানায় যথাযথভাবে পৌছানোর প্রমাণ থাকলে, শুধু সমন পাওয়া যায়নি দাবি করে একতরফা ২ এর পাতায় দেখুন

আমাদের হাতে তো কোনো জাদু নেই: গ্যাস সংকট নিয়ে অর্থমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক

তিনি বলেছেন, গ্যাস অনুসন্ধান প্রক্রিয়া শুরু করেছি। দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এর জন্যও সর্বনিম্ন দেড় থেকে দুই বছর ২ এর পাতায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর ‘চ্যালেঞ্জ’ গ্রহণ করে হাসিনাতের ফেসবুক পোস্ট, দিলেন ৪ প্রস্তাব

কীর্তনখোলা ডেস্ক

কয়েক দিন ধরে সারা দেশে লোডশেডিংয়ে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। শনিবার রাজধানীর মহাখালীতে ২ এর পাতায় দেখুন

বরিশালে আইনমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

আ.লীগ আমলের সব

হত্যার বিচার করা হবে

তথ্য কমপ্লেক্স উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন

ডিজিটাল বাংলাদেশকে ‘স্মার্ট

বাংলাদেশে’ পরিণত করা হবে

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়কমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মো. আসাদুজ্জামান বলেছেন, ‘গত ১৭ বছরে যতগুলো হত্যাকাণ্ড ঘটেছে সব হত্যার বিচার করা হবে। দেশে ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে।’ তিনি বলেন,

‘১৭ বছরে বিএনপি করার অপরাধে ৬০ লাখের বেশি বিএনপি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এসব মামলায় এমন ব্যক্তিকেও আসামি করা হয়েছে, যিনি ২০ বছর আগেই মারা গেছেন।’ রোববার (১৬ আগস্ট) বরিশাল জেলা আইনজীবী সমিতির আধুনিক

দশতলা ভবন নির্মাণকাজের উদ্বোধন শেষে আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন, ‘১১১-এর সময় বেগম খালেদা জিয়াকে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তাকে বলা

হয়েছিল, দেশ ছেড়ে গেলে সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে এবং রাজনীতি করতে হবে না। এমনকি তার দুই সন্তানকে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশ ছেড়ে যাননি। অন্যদিকে আরেক নেত্রী দেশের কথা ২ এর পাতায় দেখুন

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বলেছেন, আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স গুণু তথ্যসেবা নয়, বিনোদন, জ্ঞান আহরণ ও গবেষণার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এই প্রকল্পের কাজ শেষ হওয়ার পর সরকারের

মোয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই ডিজিটাল বাংলাদেশকে ‘স্মার্ট বাংলাদেশে’ পরিণত করা হবে। রোববার (১৬ আগস্ট) সকালে বরিশাল নগরীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বরিশাল বিভাগীয় আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজের উদ্বোধনকালে তিনি এ কথা বলেন। জহির উদ্দিন

স্বপন বলেন, আধুনিক তথ্য কমপ্লেক্স গুণু তথ্যসেবা দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এখানে বিনোদন, জ্ঞান আহরণ ও গবেষণার সুযোগও থাকবে। প্রতিদিন চারটি করে সিনেমা প্রদর্শনের ব্যবস্থা থাকবে। দর্শকেরা ঘরে বসে ইন্টারনেটের মাধ্যমে টিকিট কেটে সিনেমা

দেখার সুযোগ পাবেন। তিনি বলেন, ‘এই ধরনের নানান রকম বহুমুখী তথ্যসেবা, বিনোদনসেবা, জ্ঞান আহরণের সেবা ও গবেষণার সেবা দেওয়ার জন্যই আমরা এই তথ্য কমপ্লেক্সের যাত্রা শুরু করেছি।’ তথ্য কমপ্লেক্সের কার্যক্রম দ্রুত সেবামুখী ২ এর পাতায় দেখুন

এশিয়ান দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় দ্রুততম জয়ের রেকর্ড বাংলাদেশের

সদরঘাটে দুই গ্রুপের সংঘর্ষ

স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী নিহত

ঝালকাঠি প্রতিনিধি
পুরান ঢাকার সদরঘাটে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শ্রমিকদলের আহ্বায়কের অনুসারীদের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে মিতুল (২০) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছে। নিহত মিতুল কোতোয়ালি থানার ৩৭ নম্বর ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক দলের কর্মী বলে জানা গেছে। শনিবার (১৫ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে সূত্রপূর্ণ থানারীন ইস্ট রেস্টল মার্কেটে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। নিহত মিতুলের মরদেহ বর্তমানে মিটফোর্ড হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। তার বাবার নাম মো. রাসেল সরদার।

তার বাড়ি ঝালকাঠি জেলার ঝালকাঠি থানার সাহাবাঙ্গল গ্রামে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সাবেক দক্ষিণ ছাত্রদলের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক কিরণ দুর্জনই সুমন ঊইয়ার অনুসারী। তারা দুর্জনই কোতোয়ালি থানা যুবদলের পদপ্রত্যাশী। দীর্ঘদিন ধরে তাদের মধ্যে তথ্য জানানো হয়েছে। বিআরটিএ জানায়, তাদের বিভাগীয় অফিসগুলোর মাধ্যমে সারাদেশের সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিভাগভিত্তিক হিসেবে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম বিভাগে। সেখানে ১২৬টি দুর্ঘটনায় ২ এর পাতায় দেখুন

কীর্তনখোলা ডেস্ক
গত জুলাই মাসে দেশে ৪৪১টি সড়ক দুর্ঘটনায় ৪১৮ জন নিহত হয়েছে। এসব দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও ৫৩৯ জন। বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির (বিআরটিএ) চেয়ারম্যান মোহাম্মদ হাবীবুর রহমানের স্বাক্ষরিত সড়ক দুর্ঘটনা-সংক্রান্ত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বিআরটিএ জানায়, তাদের বিভাগীয় অফিসগুলোর মাধ্যমে সারাদেশের সড়ক দুর্ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিভাগভিত্তিক হিসেবে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটেছে চট্টগ্রাম বিভাগে। সেখানে ১২৬টি দুর্ঘটনায় ২ এর পাতায় দেখুন

জুলাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৪১৮ জন : বিআরটিএ

হাসিনাকে ফেরত না দিলে ভারত

সফর করবেন না প্রধানমন্ত্রী

কীর্তনখোলা ডেস্ক
কমতান্ত্র প্রাধান্যমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ভারত অবস্থানত পলাতক আসামিদের প্রত্যর্পণ না করা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফরে যাবেন না বলে জানিয়েছে ঢাকা। রোববার বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তার বক্তব্যের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম দ্য ডন। ডনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের সরকারবিরোধী আন্দোলনের সময় কমতান্ত্র হওয়ার পর শেখ হাসিনা

প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশ সরকার একাধিকবার ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। তবে ভারত জানিয়েছে, বাংলাদেশের প্রত্যর্পণের অনুরোধটি এখনো ‘পরীক্ষাধীন’ রয়েছে। আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফর করতে পারেন সাম্প্রতিক সময়ের বেশ জোরালোভাবে এমন আলোচনা চলছিল। তবে আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ কে এম শহীদুল করিম এ বিষয়ে চলমান জল্পনা-কল্পনা র

প্রত্যর্পণের জন্য বাংলাদেশ সরকার একাধিকবার ভারতের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধ জানিয়েছে। তবে ভারত জানিয়েছে, বাংলাদেশের প্রত্যর্পণের অনুরোধটি এখনো ‘পরীক্ষাধীন’ রয়েছে। আগামী সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফর করতে পারেন সাম্প্রতিক সময়ের বেশ জোরালোভাবে এমন আলোচনা চলছিল। তবে আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র এ কে এম শহীদুল করিম এ বিষয়ে চলমান জল্পনা-কল্পনা র

শত শত শিক্ষার্থীর শিক্ষক, সচিবালয়ের প্রখ্যাত বাংলা ভাষাশাস্ত্রবিদ ও ব্যাকরণবিদ বহিলাল সরকারের প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রসময় কলকাতা, বাংলা বিদ্যায় সাবেক বিভাগীয় প্রধান এবং বাংলাদেশে মাত্রাংশ শিক্ষাব্যবস্থার সাবেক পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক

অধ্যক্ষ আ. খা. মো. আবদুর রব স্যারের লেখা

উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমান শ্রেণির

বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি

বইটি অনন্য

বইটি প্রস্তুতকারকের ভিত্তিতে রচিত, তাই উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অধিক নম্বর প্রাপ্তিতে সহায়ক। সম্পাদনা করেছেন: বরিশাল মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার বাংলা ২য়পত্র বিদ্যায়ের প্রধান পরীক্ষক, সরকারি আশেপাশবাড়া কলেজের বাংলা প্রভাষক কবি, গবেষক ও সুনামশীল গ্রন্থ প্রণেতা

পথিক মোস্তফা (এমফিল, ইবি)

বই পাওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন:

01718246162, 01712189338, 01712926836

গদ্য প্রকাশন, বরিশাল

বরিশাল নগরীর যেসব স্থানে বইটি পাওয়া যাচ্ছে

বুক ভিন্দা সদর রোড, বরিশাল 01932-314219	ইসলামিয়া লাইব্রেরি শাহাবুজ্জামান, সদর রোড, বরিশাল 01711-264963	অব্দের লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868515	অব্দের লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01708-868514
খন্দকার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01711-047767	নিউ মাহবুব লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01763-107720	রহমান বুক হাউজ শাহাবুজ্জামান, সদর রোড, বরিশাল 01718-670945	মজুমদার লাইব্রেরি সদর রোড, বরিশাল 01716-139268
অমৃত লাইব্রেরি হাট নগর ও কলকাতা, বরিশাল 01719-408049	নিউ কলেজ লাইব্রেরি বি.এম. কলেজের সামনে 01726-074663	হক লাইব্রেরি বি.এম. কলেজের সামনে 01724-851658	আশরাফিয়া লাইব্রেরি বি.এম. কলেজের সামনে 01717-488083

প্রেমের প্রস্তাব ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে

রাতভর সংঘর্ষ, আহত ২০

কীর্তনখোলা রিপোর্ট
প্রেমের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বিবি) দুই বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, হাতাহাতি ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত ২০ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। শনিবার (১৫ আগস্ট) রাত ৯টা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস ও প্রধান গেটসংলগ্ন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, ইংরেজি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী মুসা হোসাইন নরীনবর অনুষ্ঠানের দিন অর্থনীতি বিভাগের ১৫তম ব্যাচের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রকে প্রেমের প্রস্তাব দেন। এ সময় ওই ছাত্রীর মুঠোফোন নিয়ে নিজের ফেসবুক আইডি থেকে তাকে ফ্রেড রিকোয়েস্ট পাঠান মুসা। পরে ওই ছাত্রী প্রস্তাবে সাড়া না দেওয়ায় তাকে ব্যাপিং ও উগ্রাক করার অভিযোগ ওঠে মুসার বিরুদ্ধে। বিষয়টি অর্থনীতি বিভাগের ১৫তম ব্যাচের শিক্ষার্থীরা তাদের সিনিয়রদের জানানো তারা ঘটনাস্থলে আসেন। এ সময় সেখানে ২ এর পাতায় দেখুন

দৈনিক

কীর্তনখোলা

আত্মপ্রত্যয়ী প্রতিদিন

প্রতিনিধি আবশ্যিক

দৈনিক কীর্তনখোলা পত্রিকার জন্য ঝালকাঠি জেলা: নলছিটি, রাজাপুর, পটুয়াখালী জেলা: পটুয়াখালী, জোলা জেলা: তজুমদ্দিন, লালমোহন, মনপুরা, পিরোজপুর জেলা: নাঙ্গলপুর, নেওয়ারাবাদ ও বরিশাল জেলা: উজিরপুর ও বাবুগঞ্জ প্রতিনিধি আবশ্যিক। প্রার্থীকে অবশ্যই কমপক্ষে এইচএসসি পাস হতে হবে। আত্মহীরা পত্রিকার ইমেইলে জীবনবৃত্তান্তসহ আবেদন করুন।

—মফস্বল সম্পাদক

০১৩০৪১৬৮৪১৯

সম্মাদকীয় টেকসই উন্নয়ন প্রয়োজন

মাস যায়, বছর যায় আমাদের কৃষিতে সুদিন আসে না। কৃষকের দুর্দিনও যাচ্ছে না। অথচ কৃষকের আয় বৃদ্ধি, ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানোসহ নানা লক্ষ্যে হাজার কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প ‘বাস্তবায়িত’ হয়, কিন্তু প্রকল্পের সুফল টেকসই হয় না। কোথাও দেখা গেছে, প্রকল্প চলাকালে কিছু সুফল মিললেও মেয়াদ শেষ হতে না হতেই আগের অবস্থাই ফিরে এসেছে, যা অত্যন্ত হতাশাজনক। বিগত দেড় দশকে দেশের কৃষি খাতে সরকার ও উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থীনে অসংখ্য প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। কাগজে-কলমে বেশির ভাগ প্রকল্পকে ‘সফলভাবে সমাপ্ত’ দেখানো হলেও মাত্র পর্যায়ে দেখা গেছে উদ্ভেটা চিহ্ন। অর্থাৎ যে লক্ষ্যে প্রকল্প নেওয়া হয়েছিল, তা অর্জিত হয়নি। সর্বশ্রুটজননীয় বলছেন, সঠিক পরিকল্পনার অভাব এবং ‘প্রকল্প-উত্তর পরিচালনাব্যবস্থা’ না থাকায় হাজার কোটি টাকার এসব বিনিয়োগের টেকসই ফল পাওয়া যাচ্ছে না। এ ছাড়া অভিযোগ রয়েছে, প্রকল্পের সম্ভাব্যতা মূল্যায়ন না করেই অনেক প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। দেশের বিভিন্ন জেলায় সরেজমিনে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রকল্প চলাকালে গঠিত কৃষকদল, নির্মিত সেচালা ও সররাহকৃত যম্পাতি মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সঠিক তদারকির অভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। কৃষক শাখাজাহানের মতেও সেনা গেছে একই তথ্য। তিনি বলেন, প্রকল্পের কর্মকর্তারা এসে প্রশিক্ষণ দিয়ে যান, কিন্তু প্রকল্প শেষ হওয়ার পর আর কেউ খোঁজ নেন না। অন্যদিকে এক উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তার মতে, প্রকল্প চলাকালে লক্ষ্যমাত্রা পূরণের চাপ থাকে। এ কারণে গভীর প্রভাব না টেকসই সুবিধার চেয়ে সংখ্যাগত অর্জন দেখানোর দিকেই বেশি মনোযোগ দেওয়া হয়। খবরে বলা হয়েছে, ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষক সেবা কেন্দ্র স্থাপন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ প্রকল্পটি গত বছর শেষ হলেও এর বাস্তবায়ন ও যুক্তিত্ব নেই। সেবাকেন্দ্রের ভবনগুলোতে নিরাপত্তামন্ত্রী না থাকায় নিরাপত্তাবৃদ্ধি রয়েছে। পাশাপাশি ভবনগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, সেসরাত ও সংস্কারের জন্য কোনো বাজেট রান্দ রাখা হয়নি। ফলে ভবনগুলোর দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে অসম্মততা তৈরি হয়েছে। এতে সেবা কার্যকর ব্যয়ত হয়েছে। বেশির ভাগ প্রকল্পের ফলাফলই এমন। কৃষি অর্থনীতিবিদ ড. জাহাঙ্গীর আলম খান যথার্থই বলেছেন কোনো প্রকল্পের দীর্ঘস্থায়ী সুফল নিশ্চিত করা গেলে তবেই প্রকল্প গ্রহণের সার্থকতা থাকে। এদিকে কৃষক মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমানে ২০ হাজার কোটি টাকার বেশি ব্যয়ে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান। আমরা মনে করি, চমকান প্রকল্পগুলো সঠিকভাবে পরিচালিত হবে। দেশের কৃষি খাতের প্রকৃত রপান্তরের জন্য শুধু অর্থ ব্যয় বা সংখ্যাগতিক অর্জন দেখলে হবে না বাস্তব ও টেকসই পরিবর্তনের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর ‘চ্যালেঞ্জ’ গ্রহণ

এক সভায় দেশপন্যাসীর কাছে দুঃখপ্রকাশ করে এই সর্বকট সমাধানের সর্বোচ্চ চেষ্টার কাজ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। সেই সভে বিরোধী দলকে ‘বিদ্রোহিত’ রাজনীতি বন্ধের আহ্বান জানিয়ে তিনি থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই সর্বকটের মোকাবিলার পরামর্শ আহ্বান করেন তিনি। এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে চার বিষয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে ‘সম্মাদন-পরিকল্পনা’ দিয়ে নিজের ভেরিফায়ডে ফেসবুক আইডিতে দীর্ঘ পোস্ট দিয়েছেন সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ। পোস্টে তিনি শুরুতেই লিখেছেন, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা প্রদানের জন্য ছয় মাসের আলটিমেটাম দিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম এবং সম্মাদন-পরিকল্পনা প্রস্তাব করছি।’ এর আগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী প্রব্রাত খান্দো জিয়ার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শনিহবে রাজধানীর মহাশালীন টিআইভি মাঠে দোয়া-মোনাজাত ও দর্পদ্রদানের মতো অনুষ্ঠান প্রদান অনুষ্ঠানে বিরোধী দলের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেন, ‘তিন থেকে ছয় মাসের মধ্যে গ্যাস-বিদ্যুতের সমাধান যদি বিরোধী দল দিত পারে, সেগুলো সরকার গ্রহণ করবে। যদি না পারে, তাহলে বিদ্রোহিত রাজনীতির জন্য জনগণের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে তাদের। বিদ্রোহি, হইকারী রাজনীতি বাদ দেন। জনগণের উপকার হবে, সেই রকম পরিকল্পনা থাকলে উপস্থাপন করুন। রাস্তায় বসে ভাঙুরেরে রাজনীতি দিন শেষ’। জবাবে সংসদ সদস্য খান্দো আবদুল্লাহর ফেসবুক পোস্টটি পাঠকের সুবিধার্থে হুবহু তুলে ধরা হলো- ফেসবুক পোস্টের শুরুতে লেখা হয়েছে, ‘মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা প্রদানের জন্য ছয় মাসের আলটিমেটাম দিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন। আমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম এবং সম্মাদন-পরিকল্পনা প্রস্তাব করছি।’ এরপরই ধারাবাহিকভাবে চারটি বিষয় উল্লেখ করে হাসনাত আবদুল্লাহ লেখেন, ‘এক, চ্যালেঞ্জ দেওয়ার আগে প্রধানমন্ত্রীর জানা দরকার ছিল যে, সম্মাদন ইতিহাসেই তৈরিলে আছে। এনসিপির আহ্বায়ক, সংসদ সদস্য ও বিরোধীরাণীয় চীফ হুইপ জনাব নাহিদ ইসলাম স্বল্প (৩০ দিন), মধ্য (৬-১৮ মাস) ও দীর্ঘমেয়াদি নিয়ে মোট ১৫ দফা সুনির্দিষ্ট সমাধান প্রস্তাব দিয়েছেন। (কমেটেট সংযুক্ত) অন্যদিকে আমি ধাপে ধাপে নিশ্চিতিউন্নাল মেমরি করি কিছু অবশিষ্ট নেই। ফলে ফুয়েল, ফুয়েল প্ল্যান, কন্টিংজেন্সি প্ল্যান এবং ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান নিয়ে সুস্পষ্ট সমাধানগুলো বহুব্যব রেখেছেন বিরোধীদলীয় সদস্যরা। মমানত এসেছে ন্যায়িক সমাজ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকেও। এসব ছাণা হয়েছে জাতীয় সৈনিকে, আলোচিত হয়েছে সেমিনারে। প্রধানমন্ত্রীর ডাউন সাইজের মন্ত্রিসভা ও উপদেষ্টা পরিষদ থাকা সত্ত্বেও এই তথ্য তার কাছে পৌঁছানি, এটি লজ্জার কথা। দুই, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টা ও বিশেষ সহকারী মিলিয়ে ১২ জনের সভাসদ। এর একজনও ন্যায়িক মতামত বা বিরোধী দলের প্রস্তাবনা কাজে খেবেননি, গণভাস্ত্রের চারয় এর চেয়ে খারাপ উদাহরণ কম আছে। প্রম্ভাটা আর নীতির নয়, প্রম্ভাটা এখন এই টিমের কার্যকারিতা ও যোগ্যতার। এনসিপির দেওয়া ৩০ দিনের জন্য ৫টি, মধ্যমেয়াদি (৬-১৮ মাস) ৬টি এবং দীর্ঘমেয়াদে ৪টি সুস্পষ্ট সমাধান প্রস্তাব পড়ে দিন প্রিজ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। বিদ্যুৎ সংকটের সমাধান আলোচনা করতে বিরোধীদল থেকে বিশেষ সংসদীয় অধিবেশন ডাকার অনুরোধেও সাড়া দিল। আমরা সরকারের এমন ইয়োগ্যেবন্ধে খুবই হতাশার চোখে দেখি এবং প্রধানমন্ত্রীর পালিশাকার টিমের সক্ষমতা যোগ্যতা ও আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলি। তিন, ছয় মাসে প্রশাসনে যে হারে দলীয় পদায়ন হয়েছে, তাকে ইনসিটিউনাল মেমরি করি কিছু অবশিষ্ট নেই। ফলে যুয়েল প্ল্যান নেই, কন্টিংজেন্সি প্ল্যান নেই, ডিজাস্টার রিকভারি প্ল্যান নেই। ভূত্বিক কাটা হয়েছে টিক সেখান থেকে যেখান থেকে বিদ্যুৎ আসে, আর ক্যাপাসিটি চার্জ অক্ষত।

সচিবালয়ে যারা এসেছেন তারা নতুন, অমজিভ, এবং খুব ধ্রুপদের পরামর্শে চলছেন। মহেৎখালী ঋজবট-তে আভন ল্যাবার পর রক্ষণাবেক্ষণে ক্রটি ছিল কি না, সেই স্বাধীন তদন্ত প্রতিবেদনটি আজও প্রকাশিত হয়নি। নাস্কতাত নাকি অবহেলা, সরকার নিজেই জানে না। চার, আজ আমরা একটি সুনির্দিষ্ট দাবি জানাচ্ছি। সরকার বলছে ডলার ও বকেয়ার কারণে বিদ্যুৎ-জ্বালানি কেনা যাচ্ছে না। দেশের অধিকাংশ ভারী শিল্প বিদ্যুৎ ও জ্বালানি-সংকটের বহু মদে পড়েছি। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, অন্তর্ভুক্তিকালীন সরকারের অনুমোদিত মার্চেন্ট পাওয়ার পলিসি ২০২৫ এখনো বাস্তবায়ন করছেন না কেন? এই কাঠামোয় বেসরকারি উপাদান সরাসরি বড় শিল্প ভোক্তার কাছে বিদ্যুৎ বিক্রি করতে পারে, দল দুই পক্ষ ঠিক করে, বিইআরসি কেবল অবিহত থাকে, উন্নত বিদ্যুৎ প্রিডে যায়। রত্নাী কোষাগার থেকে এক টাকার লাগে না। বাকি কাজ কেবল বখশ ফরম্যাট ও হুইলিং চার্জ চড়াভ করা, যা কয়েক সত্তাহরে প্রশাসনিক কাজ, রকেট সায়েন্স নয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, আপনি বলার কারণেই আমরা সম্মাদন দিয়েছি। আপনারা সেটা পড়ার দরকার নেন করেননি কিংবা আপনার কাছে পৌঁছানো হয়নি। তথাপি, ছয় মাসের হিসাবটা আমরা মেনে নিলাম। কিন্তু ঘড়িটা বিরোধী দলের নয়, আপনার সরকারের। মনো পঠওয়ার পলিসি বাস্তবায়নে যদি ছয় মাসের বেশি লাগে, সেটি আর নীতির প্রশ্ন থাকবে না, সেটি হবে সক্ষমতার বার্থতাদর স্বীকারোক্তি। বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহ পোস্টে আরও লিখেছেন, “পুনরাবৃত্তি করছি-প্রমাণিতভাবে বার্থ মন্ত্রী ও যোগ্যতা লোক দিয়ে কৌশলগত খাতে পরীক্ষা-নিরীক্ষাকে ‘আই হ্যাভ এ প্ল্যান’ বলে না। এটা হচ্ছে ‘আই হ্যাভ নো প্ল্যান’ এর

টেকসিং। একটি প্র্যাগ্টিসিং ডেমোক্রেসিতে প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলকে আলটিমেটাম কিংবা চ্যালেঞ্জ দেয় না বরং সরকারই তার কাজের জবাবদিহি করে। এ ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীর উচিত ছিল জবাবদিহি করা যে, সরকার ছয় মাস ক্ষমতায়, আর দেশ এখন ইতিহাসের সর্বোচ্চ লোডশেডিংয়ে কেন পড়ল। এই রাত্তি কেনো অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো?” পোস্টের শেষে এই সংসদ সদস্য লিখেছেন, ‘সবশেষে, সমাধান আমাদের হাতে আছে। কিন্তু ক্ষমতা আপনার হাতে। ছয় মাস পর জনগণ জানতে চাইবে, দুটোর মধ্যে কোনটির অভাবে দেশ অন্ধকারে ছিল।’

আমাদের হাতে তো কোনো

সময় লাগবে। আমাদের হাতে তো কোনো জাদু নেই যে, আমরা হঠাৎ করে দ্রুত গ্যাস ফিরিয়ে আনবো। রোববার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স ইন বাংলাদেশ (আয়মেসি) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গ্যাসের অভাবে শিক্ষারুখানা বন্ধ। শিল্পমালিকেরা ব্যাকে ঋণ শোধ করতে পারছেন না। করে নাগাদ গ্যাস সরবরাহ স্বাভাবিক হবে, মন্ত্রীর কাছে এমন প্রশ্ন রাখলে তিনি বলেন, এটা দ্রুত ঘটতে যাচ্ছে না। এটি খুব শিগগির হয়ে যাবে বলা নির্বাক। কারণ, এটি চাইলেই করে ফেলা সম্ভব নয়। অর্থমন্ত্রী বলেন, দুর্ভাগ্যবশত আমাদের এই পরিস্থিতি সহ্য করতে হবে। আমি জানি, এটি ব্যবসায়ী বা ব্যবসায়ীদের জন্য অনেক বড় ক্ষতির কারণ হচ্ছে। এটি দেশের অর্থনীতির জন্যও মারাত্মক ক্ষতি বয়ে আনছে। এখন আমরা ফুলবাড়ী এবং অন্যান্য স্থানে ওপেন-পিট কয়লা উত্তেলনের দিকে যাছি। কারণ, আমাদের কাছে আর কোনো বিকল্প নেই। তিনি আরও বলেন, আমি যেমন্টা বলেছি, আমাদের পাওয়ার মিস্ত্র ও জ্বালানি নীতির বিষয়ে দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিভালা দেওয়া হবে। পরবর্তী দুই-তিন সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ নতুন জ্বালানি নীতি ঘোষণা করা হবে, যেম মানুষ বিষয়টি স্পষ্টভাবে জানতে পারে। এ প্রসঙ্গে অমির খসক বলেন, খণ্ড খণ্ড বা আংশিক কথা বলা কোনো লাভ নেই। তাই আমরা একটি পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা নিয়ে আসছি, যেন মানুষ বুঝতে পারে এতে কত সময় লাগবে এবং তারা ভবিষ্যৎ নিয়ে সেই অনুযায়ী পরিকল্পনা করতে পারে। কারণ, এটি আগামীকাল বা খুব শিগগির হতে যাচ্ছে না।

সমন যথাযথ হলে একতরফা

ভিকি বাতিলের অবৈদন গ্রহযোগ্য হবে না বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। দেওয়ানি কার্যবিধির ৯ ধারার ১৩ বিধির অধীনে দায়ের করা রিভিশনে জারি করা কল খারিজ করে এমন রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট। রায়ে বিচারির আদালতেরে দেওয়া হয় ও আদেশের ওপর জারি করা স্থগিতাদেশও প্রত্যাহার করে নিয়েছেন হাইকোর্ট। মো. মনজুর রহমান মজল এবং অন্যান্য বনাম মোহা. হাতিফ বেগুয়া এবং অন্যান্য মামলায় হাইকোর্ট এমন রায় দিয়েছেন। গত ২১ জুলাই রিচারপতি মো. রেজউল করিমের একতরফা ডিক্রি আদায় করলে দেওয়া ওই রায়ের পূর্ণাঙ্গ অনুমতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০০ সালে ৯১ একর জারির বাটোয়ারা চেয়ে জমপুত্রীদের সদর সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে একটি দেওয়ানি মামলা দায়ের করেন মোহা. লুতিফা বেগুয়াসহ অন্যান্য। ওই মামলায় মো. মনজুর রহমান মজলসহ অন্যান্যরা বিবাদী ছিলেন। ২০০১ সালের ১৬ আগস্ট মামলাটি বিবাদীদের অনুপস্থিতিতে একতরফাভাবে ডিক্রি হয়। তখন বিবাদীরা (মনজুর রহমান মজলসহ অন্যান্যরা) দাবি করেন, তাদের নামে কখনোই কোনো সমন জারি করা হয়নি এবং ওই মামলা সম্পর্কে কিছুই জানতেন না; পরবর্তী সময়ে তারা এই একতরফা ডিক্রির বিষয়ে জানতে পারেন। এরপর সনদ জারির বিষয়ে মিথ্যা সার্টিফ রিপোর্ট দিয়ে প্রত্যারণার মাধ্যমে একতরফা ডিক্রি আদায় করলে বাদীপক্ষ এমন অভিযোগ এনে ২০০১ সালের ১৬ জুলাই দেওয়ানি কার্যবিধির ৯ ধারার ১৩ বিধি অনুযায়ী একতরফা ডিক্রি বাতিল চেয়ে তারা জমপুত্রহাটের সিনিয়র সহকারী জজ আদালতে একটি বিধিধ মামলা দায়ের করেন। নথি পর্যালোচনা ও সাক্ষ্য গ্রহণের ভিত্তিতে সিনিয়র সহকারী জজ আদালত ২০০৮ সালের ৬ মার্চ ওই বিধিধ মামলাটি খারিজ করে দেন। ক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারীরা সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের রায়ে বিরুদ্ধে একই বছরে জমপুত্রহাটের জেলা জজ আদালতে মিস আপিল দায়ের করেন। পরে মামলাটি অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতে স্থানান্তরিত হয়। পরে ২০১১ সালের ৫ জুন অতিরিক্ত জেলা জজের আদালত আপিল খারিজ করে সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের রায় বহাল রাখেন। পরবর্তীতে অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের রায়েির বিরুদ্ধে ২০১২ সালে হাইকোর্টে দেওয়ানি রিভিশন দায়ের করেন মো. মনজুর রহমান মজলসহ অন্যান্যরা। দেওয়ানি কার্যবিধির ১১৫(১) ধারায় ওই রিভিশনটি দায়ের করা হয়। ওই আবেদনের প্রাথমিক কনালি নিয়ে জুরি পাশাপাশি বিচারির আদালতের রায় ও আদেশের কার্যকারিতা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেন হাইকোর্ট। পরবর্তীতে হাইকোর্টে মামলাটি কনালির জন্য উত্থাপিত হলে সেদিন উভয় পক্ষের পক্ষেই কোনো আইনজীবী উপস্থিতি হানি। ফলে বিচারপতির নিজেই মামলা আবেদন, এতে পৃথীত ব্যাখ্যাগুলো এবং নিম্ন আদালতগুলোর নথিপত্রসহ ১ নম্বর আবেদনকারীর সাক্ষ্য ও উভয় আদালতের সিদ্ধান্ত জুরিভাবে পর্যালোচনা করে রায় প্রদান করেন। হাইকোর্ট বলেন বর্তমান মামলায়, জেলা আদালতই (বিচারির আদালত এবং অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত) সাক্ষ্য-গ্রহণের ভিত্তিতে যৌথভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, মূল মামলার সমন আরজিতে উল্লেখিত আবেদনকারীদের (মনজুর রহমান মজল ও অন্যান্যদের) ঠিকানা জারি করা হয়েছিল। যা সর্বশ্রুটি সময়ে তাদের প্রকৃত ঠিকানা ছিল এবং তাদের পক্ষে তাদের এক নিকটাত্মীয় তা গ্রহণ করেছিলেন। এটি ১ নম্বর আবেদনকারী নিজের দেওয়া সাক্ষ্যের জবাবদিহি ও জেলায় তিনি নিজের কাজ করেছেন। তাই এই সিদ্ধান্ত কেবল অবমান বা ধারণার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়নি। সমন জারির পক্ষে অধ্বন আদালতগুলোর এই যৌথ সিদ্ধান্তে কোনো ইচ্ছা ক্রটি বা প্রয়োজন কিছু যুক্ত জেলা আদালতের হাইকোর্ট বলেন, অধ্বন্তন আদালতব্বয় পরস্পরবিরোধী তথ্যমত প্রদান করেছে বলে আবেদনে যে দাবি করা হয়েছে, তা নথিপত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। কাগজ উভয় আদালতই একই সাক্ষ্য-গ্রহণ পর্যালোচনা করে একই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। আদালত আরও বলেন, প্রাণ্ড তথ্যের ভিত্তিতে নিম্ন আদালতেরে নেওয়া যৌথ সিদ্ধান্তে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনো যুক্তি নেই। এছাে বিবেচনায় আসে জারি করা ফলে কোনো সারসভা ফুটবে না পাওয়ায় রুগ্মটি খারিজ করা হলো। পাশাপাশি বিচারিক আদালতেররায় ও আদেশের কার্যকারিতা ওপর জারি করা স্থগিতাদেশও প্রত্যাহার করে দেন হাইকোর্ট।

দেশের মানুষের ভাগ্য

একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য নিয়ে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। রোববার (১৬ আগস্ট) কিশোরগঞ্জের পাকুন্দিয়া উপজেলার মির্জাপুর চেয়ারম্যান বাড়ি যাট এলাকায় পুরাতন প্রকল্পের নদে মাহের পোনা অবমুক্ত করার পাশে আয়োজিত জনসম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জনগণের কল্যাণে সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। এর মধ্যে ফ্যামিলি কার্ডসহ বেশ কিছু কর্মসূচির কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। এসব উদ্যোগের সুফল দেশের সাধারণ মানুষ পাবেন বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সম্মেলনে উপস্থিত জনসাধারণের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জনগণ যে আশা বিএনপির ওপর রেখেছে, তা ধরে রাখতে হবে। বিএনপি সরকারই জনগণের পাশে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি বলেন, দেশের মানুষের যাব্বের বাইরে বিএনপি কোনো কাজ করবে না। জনগণের কল্যাণ ও দেশের যাব্বকে আত্মিকার দিয়েই সরকার কাজ করবে। বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগের সরকারের অপরিহার্যতাকে বিম্ভি সিদ্ধান্তের কারণে এ ব্যতে সংশ্লিষ্ট তৈরি হয়েছে। আগামী ২৭ আগস্ট জাতীয় সংসদের পরবর্তী অধিবেশন শুরু হবে। সেখানে আগামী ১০ বছরে দেশের বিদ্যুৎ সমস্যা সমাধানের সরকারের পরিকল্পনা তুলে ধরা হবে। দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পেছনে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজপথে অস্থিরতা তৈরি হলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন সাধারণ মানুষ। এতে ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি ও মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হবে। তিনি বলেন, তাদের যাব্বের বিরুদ্ধে যারা কাজ করবে, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে কিংবা জনগণের কল্যাণে নেওয়া কর্মসূচি বাতিল করবে, তাদের বিরুদ্ধে জনগণের একাবদ্ধভাবে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে হবে। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, দেশের মানুষ এখন শান্তি, প্রশান্তির শাসন, কর্মসূচির, সমতারের জন্য মানসম্মত শিক্ষা এবং পরিবারের জন্য উন্নত স্বাস্থ্যসেবা চায়। এসব প্রত্যাশা পূরণে সবাইকে ধৈর্য ও দায়িত্বশীলভাবে সঙ্গে কাজ করতে হবে। এও আগে পারদুর্ভিক্ষা সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। এও আগে পারদুর্ভিক্ষা পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী মির্জাপুর চেয়ারম্যান বাড়ি যাট এলাকায় পুরাতন প্রকল্পের নদে মাহের পোনা অবমুক্ত করেন। পরে জনসম্মেলনস্থলে

পৌছালে উপস্থিত বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মী করতালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানান।

প্রেমের প্রস্তাব ঘিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে

উজ্জেকানকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে মুসাকে মারধর করা হয়। এরপর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে দুই বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এ ঘটনায় রাতভর ক্যাম্পাসের ভেতরে ও বাইরে কয়েক দফা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলে। রাত সাড়ে ১২টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাথুলেসে করে অর্থনীতি বিভাগের ৫-৭ শিক্ষার্থীকে হাসপাতালে নেওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ নম্বর গেট এলাকায় তাদের গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর করা হয়। অর্থনীতি বিভাগের ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আব্দুল আজিজ বলেন, বিভাগের জুনিয়র এক মেয়েকে র‍্যাগিং ও উগ্রভক্ত করে প্রেমের প্রস্তাব দেয় ইংরেজি বিভাগের মুসা। মেয়ে রাজি না হওয়ায় তাকে আটকে রাখে মুসা। বিষয়টি জানতে পেরে সিনিয়র-জুনিয়র শিক্ষার্থীরা ভিসি গেটের বিপরীতে জড়ো হন। একপর্যায়ে ইংরেজি বিভাগের ১৩তম ব্যাচের এক শিক্ষার্থী মারামারির জন্য এগিয়ে এসে হাতাহাতির সূত্রপাত এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অভিযুক্ত মুসা আহত হওয়ায় তার বক্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে ইংরেজি বিভাগের একাধিক শিক্ষার্থী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ঘটনটিকে অতিরঞ্জিত করে মিথ্যা অভিযোগ করা হচ্ছে। তাদের ভাষা, মুসা কোনো অপরাধ করে থাকলে তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অভিযোগ করা য়েত।

এশিয়ান দেশ হিসেবে

মধ্যে এটিই দ্রুততম। পরাশক্তি দলটির বিপক্ষে প্রথম জয় পেতে পাকিস্তানে লেগেছিল ৭ টেস্ট এবং ভারতের ১২ টেস্ট। শ্রীলঙ্কা ১৫ বার টেস্ট করেছে এখনও অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জিততে পারেনি। ৩১ বছর পর প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া ভারের মাঠে ভারত ছাড়া অন্য কোনো এশীয় দলের কাছে টেস্ট হারে। সর্বশেষ ১৯৯৫ সালে এমন পরাজয় এসেছিল (প্রতিপক্ষ পাকিস্তান)। ওই বছরের পর পাকিস্তান আর টেস্ট জেতেনি আজি ভূমিতে। এদিকে, ৯ উইকেটের জয় বাধায়গেের টেস্ট ইতিহাসে উইকেটের ব্যবধানে দ্বিতীয় বৃহত্তম। এর আগে ২০২৪ সালে রাওয়ালপিন্ডিতে পাকিস্তানের বিপক্ষে ১০ উইকেটে জিতেছিল বাংলাদেশ। সেনা (দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া) দেশগুলোতেও বাংলাদেশের এটি দ্বিতীয় টেস্ট জয়। ২০২২ সালে মাউন্ট মঙ্গানুইয়ে নিউজিল্যান্ডকে হারানোর পর এরার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও তারা জয়ের স্বাদ পেল। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সাত টেস্টে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় জয়। প্রথমটি এসেছিল ২০১৭ সালে মিরপুরে। যেখানে তারা ঘরের মাঠের সুবিধা পুরোপুরি নিয়েছিল। এবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই বাংলাদেশ প্রথম দাপুটে পরাজয়ম্যাপ দেখিয়ে জিতবে এমন প্রত্যাশা হয়তো নিরপেক্ষ কেউ করেননি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে তিন ম্যাচ খেলেই প্রথম টেস্ট জয় পেল বাংলাদেশ। এটি তিন দেশের মাটিতে টাইগার ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় জয় হিসেবেই লেখা থাকবে। ২৩ বছর আগে জেরউইন টেস্ট দিয়েই বাংলাদেশ সফর শুরু করেছিল, এবার সেই ভেনুটি বাংলাদেশের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পেল। উভয় দল দ্বিতীয় ও শেষ টেস্টে লড়বে ম্যাকইনলে, ২২ আগস্ট থেকে শুরু হবে ম্যাচটি।

সদরঘাটে দুই গ্রুপের সংঘর্ষে

নিয়ে বিভিন্ন গোপান দেয়। টাকার বিষয়ে জানতে চাইলে মো. সুমন ভূঁইয়া বলেন, এরা আমার সর্মহক নয়। তবে মায়ে মায়ে বিভিন্ন মিছিল-মিটিংয়ে থাকে। আমি শারীরিকভাবে অসুস্থ। বিস্তারিত জানতে পারিনি। সূত্রানুসর থানার অপাশনেষ ইনচার্জ (ওসি) মতিউর রহমান বলেন, ইস্ট বেঙ্গল মার্কেটে ১৩ তলায় শ্রমিক যাত্রা থাকে তাদের মধ্যে পূর্ব থেকে কোনো ভেজাল ছিল বলে আমরা প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করছি। পূর্ব শক্ততার সেনা ধরেই একটা ছেলেকে কাপড় কাটার কাটি দিয়ে আঘাত করা হয়। পরে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নেয়া হয়ে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

জুলাইয়ে সড়ক দুর্ঘটনায়

১০৬ জন নিহত এবং ১৪৬ জন আহত হয়েছে। আর ঢাকা বিভাগে ১০৪টি দুর্ঘটনায় ১০১ জন নিহত ও ১২২ জন আহত হয়েছে। এ ছাড়া রাজশাহী বিভাগে ৫৬টি দুর্ঘটনায় ৫৭ জন নিহত ও ৪২ জন আহত হয়েছে। খুলনা বিভাগে ৪৪টি দুর্ঘটনায় ৩৯ জন নিহত ও ৮৬ জন আহত হয়েছে। বরিশাল বিভাগে ২১টি দুর্ঘটনায় ১৬ জন নিহত ও ৫৩ জন আহত হয়েছে। সিলেট বিভাগে ১৭টি দুর্ঘটনায় ১৬ জন নিহত ও ৫৩ জন আহত হয়েছে। রংপুর বিভাগে ৫০টি দুর্ঘটনায় ৫৪ জন নিহত ও ২৭ জন আহত হয়েছেএবং যমুনসিংহ বিভাগে ২৫টি দুর্ঘটনায় ২৯ জন নিহত ও ২৫ জন আহত হয়েছে। জুলাই মাসের দুর্ঘটনাগুলোতে মোট ৬৭৩টি যানবাহন জড়িত ছিল। এর মধ্যে ছিল মোটরকার বা জিপ ১৮টি, বাস বা মিনিবাস ১০৬টি, ট্রাক বা ক্যাকার্ডভ্যান ১৪২টি, পিকআপ ৩৫টি, মহিড়কোবাস ৮টি, অ্যাথুলেসে ৫টি, মোটরসাইকেল ১২৪টি, ভান ২০টি, ট্রাস্ট্রি ৮টি, ইজিবাইক ২৮টি, ব্যাটারিচালিত রিকশা ২৮টি, সিএনজি অটো রিকশা ৫৭টি এবং ১০১টি অন্যান্য যানবাহন। যানবাহনভিত্তিক নিহতের হিসাবে মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় সবচেয়ে বেশি ১০৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া মোটরকার দুর্ঘটনায় বা জিপ ৮ জন, বাস বা মিনিবাস দুর্ঘটনায় ৮ জন, ট্রাক বা ক্যাকার্ডভ্যান দুর্ঘটনায় ৫৬ জন, পিকআপ দুর্ঘটনায় ১৬ জন, মাইক্রোবাস দুর্ঘটনায় ৫ জন, অ্যাথুলেস দুর্ঘটনায় ৩ জন, মধ্য দুর্ঘটনায় ১২ জন, ট্রাস্ট্রি দুর্ঘটনায় ৪ জন, ইজিবাইক দুর্ঘটনায় ১৫ জন, ব্যাটারিচালিত রিকশা দুর্ঘটনায় ১৪ জন, অটোরিকশা দুর্ঘটনায় ৪০ জন ও অন্যান্য যান দুর্ঘটনায় ৯১ জন নিহত হয়েছে। সব মিলিয়ে জুন মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৪১৮ জন।

চরফ্যাশনে ৮ লাখ

তিনি বলেন, শনিবার (১৫ আগস্ট) বিকেল ৪টার দিকে গোপান সরকারের ভিত্তিতে চরফ্যাশন বাজার সংলগ্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে কোর্সে গার্ড আউটপোস্ট লালমোহানের সদস্যরা। এ সময় ওই এলাকার চারটি দোকানে তত্ত্বাবধি চলিয়ে প্রায় ৮ লাখ টাকা মূল্যের ২ হাজার কেজি নিষিদ্ধ পলিশিন জন্দ করা হয়। জন্দ করা পলিশিন পরবর্তী আইনগুন ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পরিবেশে অবিস্তর, জেলা কার্যালয়ের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। কোর্সে গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাক্ষির আশম সৃজন আরও জানান, পলিশিন রক্ষায় নিষিদ্ধ পলিশিনের বিরুদ্ধে কোর্সে গার্ডের অভিযান ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

বরগুণায় নদীতে গোসলে

(১৫)। সে ঢাকার মিরপুরের বাসিন্দা মো. জনির মেয়ে। স্থানীয় সূত্র জানায়, রোববার সকালে পরিবারের সঙ্গে ঢাকা থেকে বরগুণা বেলাতলী ইউনিয়নের লতাকাটা এলাকায় নানা শ্রম মূখ্যর বাড়িতে বেড়াতে আসে জুই। এরপরই এক স্বজনের সঙ্গে জুই পার্বত্য টাটা পারায় নদীতে গোসল করতে যায়। তবে নদীতে তীব্র প্রোত থাকায় পানিতে ভলিয়ে যায় ওই কিশোরী। পরে স্থানীয়রা নদীতে জাল টেনে এবং বিভিন্নভাবে খোঁজাখুঁজি করেও তার সন্ধান পাননি। খবর পেয়ে বরগুনা ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান শুরু করে। বরগুনা সদর ফায়ার স্টেশনের স্টেশন অফিসার মো. ইমদাদুল হক বলেন, খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম শুরু করেছে। তবে নদীতে তীব্র প্রোত থাকায় এখন পর্যন্ত নিখোঁজ ওই কিশোরীর কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া পটুয়াখালী ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি ইউনিটকেও খবর দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

হাসিনাকে ফেরত না দিলে ভারত

আহান জানিয়েছে বাংলাদেশ। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের জন্য? অনুকূল পরিবেশ নেই: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ভারত সফরের জন্য অনুকূল পরিবেশ নেই: পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শহীদুল করিম বলেন, ‘আমরা মনে করি, সফরের জন্য এশীয়ার কল্যাণে পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে শেখ হাসিনা ও অন্যান্য পলাতক আসামিকে প্রত্যাগণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে আমরা ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছি।’ বাংলাদেশ ও ভারতে কর্মকর্তারা সফরশিষ্ট প্রধানমন্ত্রী বলেন, সফরের সম্ভাব্য ভারত সফর নিয়ে যোগাযোগ করছেন বলেও জানান তিনি। গত সত্তাহে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার সৈন্য ত্রিবেদী প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এও বৈঠকের পর দুই দেশের প্রধানের ক্ষেত্রে কোনো অগ্রগতি হচ্ছে পাবে এমন আশ্বাসনা আরও জোরালো হয়। তবে এর পরপরই ভারতে থেকে শেখ হাসিনার জামিনমধ্যে প্রকাশ্যে বক্তব্য দেওয়ার বিষয়টি সফরের পরিবেশকে জটিল করে তুলেছে বলে মন্তব্য করেন শহীদুল করিম। তিনি বলেন, আসামিদের সাথে এ বিষয়ে শত টেষ্টার পরও যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে কাঠিলিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মকবুল হোসেন জানান- বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শেখ হাসিনা একসময় গণতান্ত্রিক নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তবে ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকা সময়ে তিনি ক্রমেই কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এর আগে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে সরকার গঠনের পর প্রথা ভেঙে ভারত প্রথম দ্বিপক্ষীয় সফর না করে তারেক রহমান মালয়েশিয়া ও চীন সফর করেন। ডনের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, শেখ হাসিনাকে ফেরত পাঠানোর বিষয়টি বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে উঠেছে। ঢাকার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা শহীদুল করিম জানান, বর্তমান সরকার ‘বাংলাদেশ ফার্স্ট’ বা ‘বাংলাদেশ প্রথম’ নীতির ভিত্তিতে পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনা করবে। এই নীতির মূল ভিত্তি হবে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা। একই সঙ্গে ভারতসহ অন্যান্য দেশের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থ ও সুবিধার ভিত্তিতে সম্পর্ক জোরদারের লক্ষ্য রয়েছে সরকারের। শহীদুল করিম বলেন, বাংলাদেশে সার্বভৌমত্ব ও অনধিকার হস্তক্ষেপ না করার নীতিকে গুরুত্ব দিয়ে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নিতে চায়। পাশাপাশি অন্যান্য দেশের সঙ্গেও পারস্পরিকভাবে লাভজনক সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে সরকার অগ্রহী। ফলে, তারেক রহমানের ভারত সফরের বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ চললেও শেখ হাসিনা ও অন্যান্য পলাতক আসামির প্রত্যাগণের বিষয়টি সফরের পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে সামনে এসেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশকে ‘স্মার্ট

ও দক্ষ করে তুলতে সাংবাদিকদের অস্বাধিকার নিয়ে এটি ব্যবহারের আহ্বান জানান মন্ত্রী। তিনি বলেন, এই কাজটিকে খুব দ্রুত একটা সেবা দেওয়ার পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রথমে যারা ব্যবহার করতে পারেন, তারা হচ্ছেন সাংবাদিকরা। এখানে প্রেসবোর্ড আছে, ডিআরইউ আছে, অন্যান্য সাংবাদিক সংগঠন আছে। আপনরা সাংবাদিকতা করেন, আপনারা কিন্তু সহজেই তথ্য কলপুল্লেখ আপনাদের তথ্য ভাণ্ডার এবং তথ্য প্রচারের কাজে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে পারেন। উঠানুনে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশাল সিটি কর্পোরেশনের প্রমাসক আ্যাডভোকেট বিলকিস আরা জাহান শিরীন, তথ্য ও সম্প্রচার সচিব মাহবুবা ফারজানা, বরিশালের বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশের ডিআইজি, বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ (বিএমপি) কমিশনার, বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতারা, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং সরকারি কর্মকর্তারা।

আ.লীগ আমলের সব

না ছেবে সুনোপ-সুবিধা নিয়ে বিদেশে চলে গেছেন।' আইনমন্ত্রী আরও বলেন, ‘বিএনপি সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মাত্র ছয় মাসের মধ্যে জনগণের আশা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। জনগণের দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সরকার কাজ করেছে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষক কার্ড বিতরণ শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সব নাগরিককে এসব কার্ডের আওতায় আনা হবে।’ মন্ত্রী বলেন, ‘তারেক রহমান দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রীর জন্য ঢাকায় ২৮টি গাড়ির পরিবর্তে ৪টি গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। ফলে একদিকে যেমন মানজট কমছে, অন্যদিকে কমছে সরকারি ব্যয়ও। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেও তিনি ১০০ টাকার বেশি মূল্যের খাবার গ্রহণ করেন না- এমন উদাহরণ দিয়ে তিনি সরকারের ব্যয় সংযম ও সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার কথা তুলে ধরেন।’ তিনি বলেন, ‘গত ১৭ বছরে দেশের রাজনীতিকে ধ্বংস করা হয়েছে এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিগত সরকার কার্যকর হয়েছে। একসময় ‘লাল টেলিফোনে’ মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রম পরিচালনার অভিযোগ ছিল। সেই সংস্কৃতি বদল করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।’ মতবিনিয়োগকে আইনজীবীদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনে আই

